ঝিনাইদহে ঘাতক ট্রাকের চাপায় প্রাণ গেল নৈশ প্রহরীর

ঝিনাইদহ শহরের হামদহ আলহেরা মোড়ে ট্রাকের চাপায় বাদল মোল্লা
(৫৫) নামের এক নৈশ প্রহরীর মৃত্যু হয়েছে।

বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ৫ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। নিহত বাদল মোল্লা সদর উপজেলার ছোট কামারকুণ্ডু উত্তর পাড়া গ্রামের মোকছেদ আলীর ছেলে এবং সে আলহেরা মোড় এলাকায় নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালনকারী।

স্থানীয়রা জানায়, ভোরে দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে রাস্তার পশ্চিম পাশে দাড়িয়ে ছিল বাদল মোল্লা। সেসময় কালীগঞ্জ থেকে ঝিনাইদহ শহরগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যায় বাদল মোল্লা।

ঝিনাইদহ ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক তানভীর হাসান জানান, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহটি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

শৈলকুপায় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গভীর রাতে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার (২৩ এপ্রিল) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চরগোলক নগর গ্রামের প্রবাসী টিপু সুলতানের বাড়িতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে।

সিংঙ্গাপুর প্রবাসী টিপু সুলতানের বাবা আইনুদ্দিন শেখ জানান, রাতের খাবার খেয়ে পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে পরেছিল। রাত ৩টার দিকে

একদল ডাকাত বাড়ির গেট ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মেেও ফেলার ভয় দেখিয়ে সব কিছু হাতিয়ে নেয়।

ডাকাতদল ঘর থেকে প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছে টিপু সুলতানের পরিবার।

শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, বিষয়টি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। এরকম ডাকাতির ঘটনা ঘটলে তারা তো রাতেই আমাকে জানাতো। তারপরও পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নিব।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মহাসড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলায় শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের মাঠে বসতি স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেখপাড়া এলাকায় তারা ঘণ্টাব্যাপী এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করে।
এ সময় শিক্ষার্থীরা মহাসড়কের উপরে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে।

অবরোধ চলাকালে শিক্ষার্থীরা, ‘কলেজ মাঠে স্থাপনা মানি না মানব না’, ‘অবৈধ স্থাপনা মানি না মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকে। পরে বেলা সাড়ে ১২টায় যৌক্তিক সমাধানের প্রতিশ্রুতিতে মহাসড়ক ছেড়ে দেয় শিক্ষার্থীরা। তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থাপনা না সরালে আবারও রাস্তায় নামবে বলে শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে।

জানা গেছে, কলেজ মাঠের ২৭ শতাংশ জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। কয়েকদিন আগে জমির প্রকৃত মালিক কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদে সরব হয়। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণের ফলে আমরা খেলাধুলা করতে পারছি না।

কলেজের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। কলেজ মাঠে স্থাপনা নির্মাণ আমরা মানব না, আমরা সুষ্ঠু সমাধান চাই। তা না হলে আমরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাব।

শেখপাড়া দুঃখী মাহমুদ (ডিএম) ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আসাদুর রহমান জানান, জমিটি এওয়াজ করা হয়েছিল, রেজিষ্ট্রি না থাকায় সেখানে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে, একারণে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। আশা করি দ্রুতই এর সুন্দর সমাধান হয়ে যাবে। স্থাপনা নির্মাণকারীদের কাউকে পাওয়া যায়নি তাই এ বিষয়ে তাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলা

জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলকারীরা ব্যবসায়ী ও তার পরিবারের সদস্যদের পিটিয়ে বাড়ি থেকে নগদ টাকা ও গহনা লুট করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সকালে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার ভিডিও সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

ভুক্তভোগী মহারাজপুর গ্রামের কাপড় ব্যবসায়ী এনামুল হক অভিযোগ করেন বলেন, আমি দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার কারণে পারিবারিক সুত্রে পাওয়া আমার ৩৮ শতক জমি আমার ভাইয়েরা কৌশলে রেজিস্টি করে নেয়। আমার নিজের জমিও তারা দীর্ঘদিন ধরে দখল করে রেখেছে। আমি দেশে ফিরে দিনের পর দিন জমি ফেরত চাইলে তারা নানা তালবাহানা শুরু করে। আমি চাপ দিলে সম্প্রতি তারা আমাকে মারধরের হুমকি দেয়।

এরই জের ধরে গতকাল সকালে আমার ভাই মুস্তাক, তক্কেল, মোফাজ্জেল তোজাম্মেলসহ আরও কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে হামলা চালায়। আমি ও আমার পরিবারের সদস্য বেধড়ক মারপিট করে ঘরে থাকা জমি বিক্রির ৭ লাখ টাকা ও স্বর্ণের গহনা লুট করে নিয়ে যায়। পরে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়।

মারধরের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লেও এ ব্যাপারে অভিযুক্ত মুস্তাক আহম্মেদ বলেন, আমরা কিছু করিনি। উল্টো এনামুলই আমাদের মারধর করেছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মহারাজপুরের ঘটনাটি শুনেছি। এ ঘটনায় অভিযোগ দিলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ ঘোষণার বাস্তবায়নের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

রোববার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট আন্দোলন বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা শিক্ষকরা অংশ নেয়। সেসময় সংগঠনটির জেলা শাখার আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, সদস্য সচিব ফাতিমা ফারহানাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, গত ২৮ জানুয়ারি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের দ্রুত জাতীয়করণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিক্ষকরা হতাশ ও ক্ষুব্ধ। বক্তারা দ্রুত জাতীয়করণের ঘোষণার বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন।

ঝিনাইদহে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

ঝিনাইদহে বিশেষ বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির দাবিতে করনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার সকালে শহরের তামান্না পার্কের মিলনায়তনে এ সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় সমন্বয় পরিষদ।

সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি ইলিয়াস রাজ। প্রধান বক্তা ছিলেন মুখ্য সমন্বয়ক গাউছুল আজম। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমা খাতুন, সাংগঠনিক সম্পাদক আকুল শেখ।

সভায় বক্তারা বলেন, “দেশের হাজারো প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরকে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে বিশেষ বিদ্যালয়গুলোর সরকারিভাবে স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।”

তারা আরও বলেন, শিক্ষকদের ন্যায্য সম্মানী, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় এসব বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় নানা প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হচ্ছে। আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে তাদের দাবী মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুশিয়ারি দেন তারা।

সভায় ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে জনসচেতনতা সম্পর্কিত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহে “গ্রাম আদালত কার্যক্রম” সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরিতে প্রচার- প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনায় স্থানীয় অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে জেলা সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমন্বয় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায়।

এছাড়া ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, বাংলাদেশ গ্রাম আদালত মোঃ রাহিদুল ইসলাম, উপ পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর আব্দুল কাদের, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রোগ্রামার মুন্সী ফিরোজা, বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প সমন্বয়কারী, এনজিও প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সমন্বয় সভায় বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (৩ পর্যায়) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং স্থানীয় সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালতের সমস্যা ও সমাধানের বিভিন্ন বিষয়ে তুলে ধরা হয়। প্রচার-প্রচারনায় অংশীজনদের সহযোগীতার বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন বছরের শিশু আলামিন হোসেন আহত হয়েছে। শিশুটি তার মায়ের কোলে ছিল। ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় সে।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ এপ্রিল উপজেলার বলুহর গ্রামের শেখপাড়ায়। অভিযোগ করেও সাড়া না পেয়ে হতাশ পরিবারটি।

আহত শিশুর মা কাকলী বেগম জানান, “গত ২ এপ্রিল, বুধবার রাত ৮টার দিকে আমরা সবাই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বিয়েবাড়ি যাবার প্রস্তুতিতে। আলামিন ছিল আমার কোলে। হঠাৎ একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় আমার কোল থেকে আলামিন ছিটকে পড়ে যায়। মাটি থেকে তুলতেই বুঝতে পারি, কোথাও ভেঙে গেছে।”

তাৎক্ষণিকভাবে আলামিনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা ঈদের পরদিন হওয়ায় চিকিৎসক সংকট দেখিয়ে কোনো চিকিৎসা না করেই শিশুটিকে যশোর হাসপাতালে রেফার করেন।

কাকলী বেগম আরও বলেন, “সেদিন মোটরসাইকেলে চারজন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে হৃদয় ঢালীকে আমি চিনতে পেরেছি। বাকি তিনজনকে চিনতে পারিনি। এলাকার লোকজন সালিশ করে মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে গত ১২ এপ্রিল কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।”

আহত শিশু আলামিন বলুহর গ্রামের ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মফিজুর রহমান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী শুক্রবার ওসি স্যার দুই পক্ষকে নিয়ে বসবেন।”

বাকীর টাকা চাওয়ায় দোকানীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহে দোকান বাকীর পাওনা টাকা চাওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল)

বেলা ১১টার দিকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বাদপুকুরিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোহাম্মদ আলী (৫৮) একই গ্রামের মৃত কেনু মিয়ার ছেলে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। তারা হলেন আসাদুল ইসলাম (১৯), তার বাবা আশকর আলী (৬২) ও আশকর আলীর স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে মুদি দোকানী মোহাম্মদ আলী ৮৪০ টাকা বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য আসাদুল ইসলামের কাছে যান। ওই সময় আসাদুল, তার বাবা আশকর আলী ও আশকর আলীর স্ত্রী মিলে মোহাম্মদ আলীকে বেধড়ক মারধর করেন।

এক পর্যায়ে মোহাম্মদ আলী মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এসময় স্থানীয়রা তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করেণ।

নিহতের ছেলে মশিয়ার রহমান বলেন, দোকান বাকির টাকা চাইতে গেলে সন্ত্রাসীরা আমার বাবাকে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা যেন মামলা না করি, তার জন্য তারা নানান রকম চাপ দিচ্ছে। আমি এই হত্যার বিচার চাই। আমরা হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করবো।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাইনি। তবে ঘটনা জানার পরই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডুতে আনন্দ শোভাযাত্রাসহ নানা আয়োজনে বাংলা বর্ষ বরণ

জাতীয় সঙ্গিত এবং এসো হে বৈশাখ গানের মাধ্যমেই সারা দেশের ন্যায়, ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলাতে পালিত হলো আনন্দ শোভাযাত্রায় বাংলা বর্ষ-১৪৩২ খ্রি:।

পহেলা বৈশাখ উদযাপনে আনন্দ শোভাযাত্রাটি সোমবার সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে দোয়েল চত্ত্বরে এসে শেষ হয়।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার বি এম তারিক-উজ জামান এঁর সভাপতিত্বে আনন্দ সোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি), ঈশিতা আক্তার, হরিণাকুণ্ডু থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি), এ রউফ খান, উপজেলা বিএনপি সভাপতি আবুল হাসান মাস্টার, সহ-সভাপতি আনিচুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, তাইজাল আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি জিন্নাতুল হক খান, সিঃ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশরাফুল আলম টোটন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মমিন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোঃ আব্দুস সামাদ, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাসহ স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীরা।

জাকজমকপূর্ণভাবে নানা কর্মসূচীর মধ্যে ছিলো চিত্রাঙ্কন, রচনা প্রতিযোগিতা, হাড়ি ভাঙ্গা, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, লাঠি খেলার মতো উপভোগ্য নানা আয়োজন।